ল ন্ড ন

যেন এক বাংলাদেশ

বাঙালি অধ্যুষিত ব্রিকলেনে বাংলা টাউনে মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হলো নানা ধরনের অনুষ্ঠান। বাঙালির মিলনমেলা বসেছিল সেদিন...

লিখেছেন **ইসহাক কাজল**

বাঙালি সংস্কৃতিতে নবীন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো লন্ডনে ব্রিকলেন বাংলা টাউনে এবারও আয়োজন করা হয়েছে বৈশাখী মেলার। গত ১২ মে এ উপলক্ষে ব্রিকলেনকে সাজানো হয়েছিল নতুন সাজে। হাজার হাজার বাঙালি ব্রিটেনের দূর-দূরান্ত থেকে তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে মেলায় অংশ নিতে বাংলা টাউনে সমবেত হন। দিনব্যাপী ঘুরে ঘুরে তারা মেলার বিভিন্ন দিক দেখেন। আর উপভোগ করেন নানা স্বাদের বাংলাদেশী খাবার। এ্যালেন গার্ডেনে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলা টিভি গত বছরের মতো এবারও এ্যালেন গার্ডেনের মঞ্চ থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। সব বর্ণের মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের অনুষ্ঠান দেখেন। আবহাওয়া সকালের দিকে কিছুটা আর্দ্র থাকায় দুপুরের পর মানুষের সমাগম ঘটে বেশি। তখন তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না ব্রিকলেনে। বাংলাটিভি বিকেলের পর এ্যালেন গার্ডেনে দর্শক শ্রোতার প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। এতো বেশি মানুষ তখন পার্কে অবস্থান করছিলেন যে, আর কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি।

মেলা দেখতে হাজার হাজার বাঙালি মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নানা রঙে নানা পোশাকে সেজে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মাতিয়ে রাখে মেলার পরিবেশকে। সকালে মেলার উদ্বোধনী ঘোষণা করা হয় র‌্যালি বের করে, এতে আবহমান বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য বর-কনেকে পাল্কি চড়িয়ে র‌্যালির সামনে রেখে রাস্তা প্রদক্ষিণ করতে দেখা যায়। র‌্যালিতে স্থানীয় শিল্পীরাও উপস্থিত ছিলেন।

বৈশাখী মেলায় উপচে পড়া ভিড়

প্রবাসে বাংলাদেশের পতাকা

বাংলা টিভি মঞ্চে গান

মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ব্রাডি সেন্টারে ছিল বইমেলা ও চিত্র প্রদর্শনী। এতে বাংলাদেশের নবীন-প্রবীণ লেখকদের বই এর পাশাপাশি প্রবাসী লেখকদের বইও স্থান পায়। চিত্র প্রদর্শনীতে ১৭টি দেশী-বিদেশী চিত্র স্থান পায়। এতে গত বছরের মেলা, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী স্থানের ছবি এবং ব্রিটেনের চিত্র প্রদর্শিত হয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা। এতে বাংলাদেশ থেকে আগত অধ্যাপক আবু সায়ীদসহ বিলেতের অনেক সাহিত্যিক সাংবাদিক এতে অংশ নেন। টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিল, করপোরেশন অব লন্ডন, মেয়র অব লন্ডন, সিটি সাইট রিজেনারেশন, লন্ডন ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, এসএমসিটি, বাংলাটিভি, লন্ডন ফায়ার ব্রিগেড ইত্যাদি সংস্থা এ বছরের বৈশাখী মেলার আয়োজনে সহায়তা করে। মেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কঠোর, সার্বক্ষণিক পুলিশ ব্রিকলেনের অলিগলি দিয়ে টহল দিতে থাকে। ভলেন্টিয়ার গ্রুপগুলোও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর কড়া নজর রাখে। কিছু যুবক উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টির চেষ্টা করলে পুলিশের উপস্থিতির কারণে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জটলা পাকানো যুবকদের দেখামাত্র পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তাছাড়া পুলিশের হেলিকপ্টার ওপর থেকে নজর রাখে। মেলায় ৪০ হাজার লোকের সমাগম ঘটে বলে উদ্যোক্তারা জানান। বিকাল ৮টা পর্যন্ত মানুষের উপচেপড়া ভিড়ের পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গ হয় ১৪০৯ সালের বিলাতের বাংলা টাউনে নববর্ষ উদ্‌যাপনের পালা।

টো । কি । ও

বইমেলা ২০০২

পৃথিবীর বহু দেশ মেলায় অংশ নিলেও বাংলাদেশ সরাসরি অংশ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে

প্রতিবছরই টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয় টোকিও ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার বুক ফেয়ার। এবারের আয়োজনও ছিল যথাযথ জমকালো, গোছানো। বৃহৎ পরিসরে জাপানসহ বিশ্বের ২৮টি দেশের ৫৪১টি প্রকাশনা সংস্থা এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। মেলা উপলক্ষে অংশগ্রহণকারী অনেক দেশ নতুন নতুই বই প্রকাশ করে। প্রদর্শনীতে প্রায় সাড়ে ১১ লাখ বই প্রদর্শিত হয়। টোকিও বইমেলা এশিয়ার সর্বহৎ বইমেলা। বিশ্বের দ্বিতীয় প্রকাশনা বাজার জাপানে এই মেলার ভূমিকা অপরিসীম। ১৮ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত এই মেলার ভেন্যু হিসেবে ছিল টোকিও ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার।

মূলত এই মেলা 'বই' নিয়ে হলেও গ্রন্থপ্রেমীদের কথা মনে রেখে মূল মেলাকে ৬টি উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বিষয়ভিত্তিক এই বিভাজন গ্রন্থপ্রেমীদের বই খোঁজার হয়রানি থেকে মুক্ত করেছে।

এমনিতেই বই পড়ুয়া হিসেবে জাপানিদের পরিচিতি আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সার্কুলেটেড দৈনিক পত্রিকা জাপানের ইত্তমিউরি শিমবুন। দেশ হিসেবে জাপান কেন পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দেশ তার বৈশিষ্ট্য :

১। জাপান পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রকাশনা বাজার। ২। এদেশে উচ্চশিক্ষিত লোকের হার প্রায় ১২৫ মিলিয়ন। ৩। জাপানে বার্ষিক ২.৬ ট্রিলিয়ন ইয়েন বা ২১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বই বিক্রি হয়। ৪। জাপানে প্রতিবছর প্রকাশিত নতুন বইয়ের সংখ্যা ৭০ হাজার টাইটেলে সাড়ে ১৬ কোটি। ৫। জাপান প্রতিবছর প্রায় ৫০ বিলিয়ন ইয়েনের বই আমদানি করে। ৬। জাপান এশিয়ায় শীর্ষ পুস্তক অনুবাদক, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ করে বিপুল পরিমাণ বই জাপানি পাঠকদের চাহিদা মেটায়।

বাংলাদেশের অংশগ্রহণ: মেলায় আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর স্বগর্ব উপস্থিতি থাকলেও বাংলাদেশের কোনো প্রকাশনা সংস্থা এই মেলায় সরাসরি অংশ নেয়নি। তবে বাংলাদেশ দূতাবাসের অনুরোধে ইউপিএল বেশকিছু মূল্যবান বই বিনে পয়সায় মেলায় প্রদর্শনের জন্য পাঠায়। গত বছরও ইউপিএল প্রদর্শনীতে এভাবে বই পাঠিয়েছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জামিল মজিদ ও কমার্শিয়াল কাউন্সিলর হোসাইন আহমেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে। প্রচুর জাপানি বইপ্রেমী বাংলাদেশের স্টলটি ঘুরে দেখেন এবং ইংরেজি ভাষার অনেক পুস্তক কিনতে আগ্রহী হন। কিন্তু দূতাবাস নয়, সরাসারি প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে জড়িত সংস্থার এ মেলায় আসা উচিত। কেননা এই মেলায় অংশগ্রহণে পাঁচটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। ১। যুক্ত প্রকাশনা চুক্তি। ২। বই বিক্রির চুক্তি। ৩। বহিঃদেশের সঙ্গে লাইসেন্সিং। ৪। সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রি। ৫। প্রকাশনা অধিকার প্রতিষ্ঠা।

কাজী ইনসানুলু হক, টোকিও
ahmahm@plum. plala.or.jp

মেলায় বইপ্রেমীদের ভিড়

ল । ন্ড । ন

আসলেও স্বপ্নের দেশ

দেশকে ভালোবাসি কিন্তু দেশে ফিরতে চাই না। কারণ বসবাসের অযোগ্য করে রেখেছে রাজনীতিবিদরা

কে না চায় ইউরোপ/আমেরিকায় পাড়ি জমাতে। স্বপ্নের দেশ। এখানে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে। রাজনৈতিক ব্যক্তিগণের কোনো মিথ্যাচার নেই। অফিসআদালতে কোনো ঘুষ নেই। যেকোনো অফিসে মামার প্রয়োজন হয় না। সবার সমান অধিকার। সম্প্রতি কাউন্সিল নির্বাচন হলো। নির্বাচনের দিন মনেই হয়নি আজ নির্বাচন। এখানে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ছাত্ররাজনীতি বা ইউনিয়ন নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন জট নেই। শিল্প কারখানা উৎপাদনমুখী, বাংলাদেশের মতো নিম্নমুখী নয়। পুলিশ এই দেশে জনগণের বন্ধু। আমাদের দেশে পুলিশ জনগণের শত্রু। পুলিশের আশ্রয় নেওয়া মানে বিপদে পড়া। বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে আমি গর্বিত। দেশে সব সময় মন পড়ে থাকে। কিন্তু সন্ত্রাসের ভয়ে দেশে আসি না। জানমালের কোনো নিরাপত্তা সরকার দিতে পারে না। প্রতিদিন গড়ে ৮ জন মানুষ খুন হচ্ছে, কোনো বিচার হয় না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী রেকর্ড বাজিয়ে থাকেন। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্বাচন করে সন্ত্রাসীরা ক্ষমতায় আসে। ওরা নির্বাচিত হয়ে পকেট ভরে ভুলে যায় জনগণের কথা।

মোঃ রুহুল আমীন
লন্ডন, m-amin98@hotmail.com.

সা য় তা মা কে ন

একজন গান পাগল

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। ক'জন জানে জর্জ হ্যারিসনের কনসার্ট ফর বাংলাদেশের কথা?

বছরখানেক আগে একই কারখানায় কাজ করতে গিয়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। নাম ইরি খান। বয়স ৫৮ বছর। পরিচয়ের প্রথম দিনেই বুঝতে শুরু করি প্রচন্ড বদরাগী সে। সহকর্মীরা তাকে সমঝে চলে। প্রতিদিন সকালে কাজে এলে তার মুখের সামনে গিয়ে কথা বলতে ভয় করে। প্রতিদিন কাজের শেষে বাসায় গিয়ে আকণ্ঠ মদ খায়। যার ফলশ্রুতিতে পরদিন মুখে মদের গন্ধ টের পাওয়া যায়। অবশ্য জাপানে এটাই অনেকটা স্বাভাবিক। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই জিজ্ঞেস করে অমুক গানের অর্থ কি, অমুক গ্রুপের নাম শুনেছি কিনা ইত্যাদি।

কারখানার ছুটির সময়গুলোতে অনেকবার বলেছে আমাকে তার বাসায় যাবার জন্য। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাতে কাটিয়েছি। শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো। কারণ আমার বিদায়কে ঘিরেই এই ঘরোয়া পার্টি। আমার দেশে যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে। কবে আবার সময় পাওয়া যাবে তারচেয়ে বেশ কিছুটা অগ্রিমই করে ফেলা যাক। জানতাম লোকটি গানপাগল। কিন্তু এত বড় গানপ্রেমিক জানতাম না। বাসায় ৫-৭শ' ভিডিও মাস্টার পিস ক্যাসেট। যাতে নতুন, পুরনো ইংরেজি গান বিভিন্ন গ্রুপের কিংবা একক। আছে বিটলসের প্রতিটি ক্যাসেট, এরিক ক্লিপটনের প্রতিটি অ্যালবাম, জর্জ মাইকেল কিংবা সাম্প্রতিক সময়ের ব্যাকস্ট্রিটবয়েস পর্যন্ত।

আমরা যখন ওর বাসায় পৌঁছলাম তখন টিভি/ভিডিওতে চলছিল এরিক ক্লিপটনের অ্যালবাম। আমি আগেই জানতাম ওর সংগ্রহে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আছে। একবার অনুরোধ করেছিলাম ক্যাসেটটা আমাকে ১/২ দিনের জন্য ধার দেবার জন্য। যেকোনো সংগ্রাহকের মতোই উত্তর দিয়েছে তোমাকে দেওয়া যাবে না। কারণ হারিয়ে ফেললে অথবা নষ্ট করে ফেললে আমি আর সংগ্রহ করতে পারব না। দেখার ইচ্ছে হয় আমার বাসায় গিয়ে দেখো। তো সেদিন সুযোগ পেলাম। এরিকের কনসার্টটা শেষ হবার পর অনুরোধ করলাম '৭১-এর সেই বিখ্যাত কনসার্ট 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' চালাবার জন্য। ৫-৭শ' ক্যাসেটের মধ্যে থেকে খুঁজে পেতে অনেক দেরি হলো। শেষে সেই প্রতীক্ষিত সময় দেখলাম 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' '৭১-এ আমি শিশু। কাজেই মুক্তিযুদ্ধের কোনো স্মৃতি মাথায় নেই। পরবর্তী সময় নিজের চেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধের কিছুটা জেনেছি মাত্র। আর অনেক আগে সম্ভবত '৯০-এর কাছাকাছি সময় হানিফ সংকেতের 'ইত্যাদি'র সৌজন্যে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশের' জর্জ হ্যারিসনের পাওয়া সেই বিখ্যাত গান 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ .....' দেখেছিলাম বিটিভিতে। মাত্র সেদিন জর্জ হ্যারিসন মারা গেলেন। সময়ের তালে পণ্ডিত রবিশঙ্কর হারিয়ে যাবেন। বব ডিলান কিংবা রিংগো স্টাররা অনেক আগেই বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে। শেষ সম্বল এরিক ক্ল্যাপটন গেয়ে যাচ্ছেন এখনও। কিন্তু ওনারও বয়স হয়েছে। হয়তো এমন একদিন আসবে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে, তাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে না দেবার জন্য।

Debashis chanda, Sailamaken Japan

নি উ ই য় র্ক

বাংলাদেশী মেয়েরা

তারপরও আমেরিকা স্বপ্নের দেশ। মানুষ স্বাধীন, এমনকি মেয়েরাও। বাঙালি ললনারা আমেরিকায় এসে স্বর্গ হাতে পেয়েছে

আমার দেশের একটি মেয়ে যখন নিউইয়র্কের পথে পথে ইয়োলো ক্যাবের স্টিয়ারিং ধরে ছুটে যায় শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি। আর মনে মনে বলি, মেয়ে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমাকে রক্ত লালগোলাপ শুভেচ্ছা। তুমি এগিয়ে যাও সাহসী পদক্ষেপে। তোমার জয় হোক। আমেরিকায় বাংলাদেশী মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। নানান পেশায় তারা কাজ করে। বাচ্চার বেবি সিটিং থেকে আরম্ভ করে হোটেলের ওয়েটার, ফাস্টফুডের দোকানের ক্যাশিয়ার, সিকিউরিটি জব, হাসপাতালের নার্স, ডাক্তার, স্কুলের শিক্ষিকা এবং গাড়ির ড্রাইভার— কোন পেশায় বাংলাদেশের অমল ধবল মেয়েরা নেই! মেয়েরা এখন সচেতন। আধুনিক মেয়েরা পরিশ্রমী। নিউইয়র্কে অনেক বাঙালি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা ট্যাক্সি চালনার পেশায় নিয়োজিত আছেন। স্বাধীন পেশা। ইনকাম বেশি। ট্যাক্স কার্বোর ঝামেলা কম। যারা ট্যাক্সি ড্রাইভিংকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন তারা পরিতৃপ্ত। তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখেই আছেন। এমনও কোনো কোনো দম্পত্তি আছেন; স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ট্যাক্সি চালক। ইয়োলো সোসাইটি আয়োজিত অনুষ্ঠান হচ্ছে। যারা ট্যাক্সিচালক, ইয়োলো ক্যাব চালান। তাদের সোসাইটি আছে। তারা ঈদ পুনর্মিলনীসহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেন। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক এতে ভালো থাকে। মানুষ মাত্রই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়। মানুষ আদতে একা হলেও আসলে একাকিত্ব মানুষকে অসহায় করে তোলে। তাই তারা পিকনিকসহ অনেক গ্যাদারিং-এ যায়।

এবারে ঢালিউড তারকাদের অনেকেই তাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তৌকীর, বিপাশা, সুমনা হক, এন্ড্রু কিশোরসহ আরো অনেক স্থানীয় শিল্পীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

রাত তখন সাড়ে দশটা। এক ঘণ্টা ঘোরার পর পার্কিং পেলাম। কিন্তু হঠাৎ শরীর বিট্রে করছে। এত মানুষের ভেতর দম বন্ধ হয়ে আসবে। তাই ভেতরে গেলাম না। এরচে' ভালো লাগছে গাড়িতে ঘুরতে। যদিও ঠাণ্ডা রাতের নিউইয়র্ক শনি-রোবিবারে গরম হয়ে থাকে। নাইট ক্লাবগুলো সরগম। আমরা বাঙালি, ছুটি আমাদের কালচারের অনুষ্ঠানে। আমাদের ভালো লাগা থমকে থাকে সেখানে। ইয়োলো সোসাইটির অনুষ্ঠান হচ্ছিল কুইস ব্লুবার্ডে। সেখানে গাড়ি পার্কিংয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা হয়। ফুটপাত ধরে হাঁটছি। হঠাৎ এক বাঙালি রমণীর ডাক শুনলাম, আপনারা কি চলে যাচ্ছেন?

গাড়ি পার্কিং কোথায় করেছেন ?

তরুণী গাড়িতে বসে আছেন একা। পরনে জমকালো শাড়ি।

হ্যাঁ যাচ্ছি। আমরা মুভ হলে আপনি রাখতে পারেন।

থ্যাংক ইউ।

অনুষ্ঠানে ঢুকতে হলে নাকি মেম্বার হতে হয়। আমার কথা শুনে তরুণী হাসে, আমি তো মেম্বার। তাহলে আপনি যান।

একের পর এক গাড়ি আসছে। চৌকস ইয়োলো ক্যাবচালক বাঙালি ড্রাইভার ঠিকই একটি ক্রিটিক্যাল জায়গায়, আমরা বের হতেই নিজের গাড়ি ঢুকিয়ে পার্ক করে ফেললো ব্যস্ত রাস্তায়। যা দেখার গাড়ির গ্লাস দিয়ে দেখলাম। কি চমৎকার! রাত এগারোটায় সে একাই গাড়ি ড্রাইভ করে অনুষ্ঠান দেখতে এসেছে। মধ্যরাতে অনুষ্ঠান শেষ হলে একাই সে বাড়ি ফিরে যাবে। তার নিরাপত্তার জন্য কোনো পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজন হচ্ছে না।

এই দেশটার নাম আমেরিকার শহর নিউইয়র্ক। এমন দেশের অভিবাসীর বসত এই শহরে কোথাও তেমন বিশৃঙ্খলা নেই।

Nasrin Chowdhury
NewYork

লন্ডন

হত্যার বিচার চাই

গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট ও ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলে ইস্ট লন্ডন শাখা সুরত মিয়া হত্যার বিচার চেয়েছে

গণস্বাক্ষর অভিযান

প্রবাসী সুরত মিয়া ও মোগল কোরেশীকে ঢাকায় নির্মমভাবে হত্যাকারী সুরত মিয়া হত্যা মামলার আসামিরা বেকসুর খালাস পাওয়ার প্রতিবাদে গত ১২ মে গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট ও ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলে ইস্ট লন্ডন শাখার উদ্যোগে এক গণস্বাক্ষর অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখী মেলায় অনুষ্ঠিত এই গণস্বাক্ষর অভিযানে প্রায় সহস্রাধিক প্রবাসী স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করেন শাখার সভাপতি শাহনুর খান, সেক্রেটারি সূফি সোহেল আহমদ ও কোষাধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি আব্দুল মুহিত চৌধুরী, তাহের মিয়া, মতিয়ার রহমান চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী জিলু, কামরুজ্জামান, হাজী সুরমান আলী, আব্দুল কাদের হাসনাত, হাজী এম এ কালাম সেতু, লিয়াকত আলী প্রমুখ। স্বাক্ষরকারীরা প্রবাসী সুরত মিয়া হত্যা মামলার প্রধান আসামিরা আদালত থেকে বেকসুর খালাস পাওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা হতাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। এছাড়া বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধের ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সূফি সোহেল আহমদ
ইস্ট লন্ডন, যুক্তরাজ্য

ব্লাকফরেস্ট

মিলনোৎসব

আন্তর্জাতিক ছাত্রসংঘ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি পরিষদ সমিতি স্টুটগার্টের উদ্যোগে ৪৭তম মিলনোৎসব বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। সম্প্রতি স্টুটগার্ট ইউনিভার্সিটির অর্কেস্ট্রা দলের সঙ্গীতের মূর্ছনায় উদ্ভাবনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে স্বাগতিক ভাষণ দেন আইএসসিএস-এর প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডারন রিজক। তারপর বক্তৃতা দেন স্টুটগার্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার ডিটার ফ্রিটস। তিনি ছিলেন এই অনুষ্ঠানের প্র্যাটেক্টর। উপাচার্য (ডিটার ফ্রিটসের সম্মানার্থে 'বাংলাদেশের প্রতীক ছাতা'– ছাতার নিচে অর্থাৎ মাথার ওপরে ছাতা বহন করে ওনাকে নিয়ে স্টেজে উঠেন বিমল আগারওয়ালা। সর্বশেষে সৌজন্যমূলক ভাষণ দেন হোহেনহাইম ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ক্লাউস। বিশেষ অতিথি হিসেবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বার্লিনে উপস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের কনস্যুলার নুরুজ্জমান। বাঙালিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিমল আগারওয়ালা, তাসলিমা জামান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. রুহুল আমিন এবং তার স্ত্রী, তোহেনহাইম ইউনিভার্সিটির ছাত্র আতাউর এবং রতন দাস। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল ঐক্যতান সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশ অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক দেশ তাদের দেশীয় খাবার এবং নিজস্ব দেশীয় হ্যান্ডিক্রাফটস স্টলের আয়োজন করে। বিমল আগারওয়ালার বাংলাদেশী স্টলটি ছিল সত্যিই আকর্ষণীয়। এই স্টলের সমুসা, বিরিয়ানি এবং পাপরের প্রতি বেশির ভাগ অতিথির মধ্যে আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেছে। তাই এই স্টলের সামনে অতিথিদের সমাগম হয় প্রচুর। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ছিল প্রতিটি দেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 'Nigth and Day', 'The Fat Harry Band' অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় রাত ৮টায় এবং শেষ হয় রাত ৩টায়।

Taslima Zaman
Moos str 13/1, 72250 Freudenstadt
Black-Forest, Germany

আকর্ষণীয় বাংলাদেশী স্টল